আজকের কাগজ
তারিখ ... 13 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

আজকের শিক্ষক আজকের ছাত্র

দুলাল সরকার

বলি, "মনুষ্য সমাজ"। "পশু সমাজ" বলি না।

সমাজ শব্দটি মানুষের জন্যই। কেবল মানুষের জন্যই এ শব্দটি উদ্ভব। আর এ সমাজ বিনির্মাণে কিছু মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক বাঁধনকে সুদৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশে মানুষই কিছু নিয়ম, কিছু পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে। সে সব মূল্যবোধের কারণে সমাজ সুস্থ হয়-মনুষ্য বাসের উপযোগী হয়।তা নয়ত জান্তব প্রবণতা মানুষকে মানুষ থাকতে দিত না। অবশ্য বেশকিছু মূল্যবোধ ও নীতিকথা আছে তার আড়ালে ভন্ডামি ও শোষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে। সেগুলো কুলটা সমাজপতিদের সৃষ্ট।

কিন্তু আজ আমরা কোন সমাজে বাস করছি, কোথায়? অরণ্যে, বনে, বনাঞ্চলে, গুহায়, জঙ্গলে নাকি আর কোথাও? এ প্রশ্নগুলো সম্মুখে রেখে আমি এ লেখায় হাত দিয়েছি। সুবিধাবাদীরা সব সময়ই সকল অবস্থা থেকে কিছু সুবিধে সুযোগ ভোগ করে। এই সুবিধাবাদী, স্বার্থপর মানুষগুলোর দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণী। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের রেশ এ বুড়ো পৃথিবী আরো কত কাল ভোগ করবে কে জানে?

এই যে সমাজ, সুবিধাবাদীরা তা একভাবে রূপায়িত করে, মূল্যায়িত করে, ব্যাখ্যায়িত করে। মানুষ সৃষ্টির প্রথম প্রহরে যখন গোষ্ঠী চেতনা বা সংঘ চেতনার উদ্ভব হয়-তখন তখনি সবার অজান্তে সমাজ গড়ে ওঠে। সুবিধে যে-ই ভোগ করুক, সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু নীতিরীতি তখনই উদ্ভব হয়। হতে পারে সেগুলো সব, সকলের স্বার্থে সৃষ্টি হয়নি। তবু কিছু মূল্যবোধ জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্যতা অর্জন করে। কিছু রীতি, নীতি, সুনীতি, সৌভ্রাতৃত্ব, মমত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব, ভক্তি, ভালোবাসা, স্নেহ- যে গুলো সমাজ বাঁধনকে সুদৃঢ় করে। গতিশীল করে। এ সব মূল্যবোধ জীবনের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে সার্বজনীনতা অর্জন করেছে। এ সব থেকেও যে কেউ কেউ ফায়দা লোটে না- আমি তা কখনোই বলি না। বরং ওসব ব্যাপারে আমি অতিমাত্রায় সচেতন। যেমন গুরুবাদ, ভক্তিবাদ, সতীবাদ- ইত্যকার বাদ, প্রতিবাদগুলো সব সময়ই অজ্ঞেয়বাদ ও মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়। জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এহ্‌ বাহ্য। আমি যে কথাটি বলতে চাই তা হলো "সমাজ"। মনুষ্য সমাজ প্রসঙ্গে। তার নীতি, তার রীতি ও পথ চলা সম্পর্কে। আমরা, মানে ১৯৭১ পরবর্তী কালের স্বাধীন দেশের মানুষ বহু বহু যুগের তিতিক্ষার পর, সংগ্রামের পর এ স্বাধীনতা পেল। নিজের মত করে দেশ গড়বে, আপন সংস্কৃতিতে বীর্যবান হবে। তবেই না স্বাধীনতা। ১৯৭১ থেকে '৯৪ সাল। দীর্ঘদিন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে, বলতে গেলে অবধারিত মৃত্যুর দোড় গোড়া থেকে ফিরে এসে তার স্বাধীন বাংলায় পদার্পণ করে অশ্রু ভেজা কণ্ঠে যেদিন ঘোষণা দিলেন "তিন বছর আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারুম না।" তিন বছর আমরা তাঁকে সময় দেইনি। মূর্খ-অপদার্থ শংকরজাত এই বাঙালী। স্বার্থের লোভে, অর্থের মোহে ঐ এত বড় মানুষটাকে মাতলামো করতে করতে পৃথিবী থেকে নির্মম আঘাতে বিদায় দিলেন। তিন বছর কিছু না পাওয়ার ক্ষোভে, বিদ্রোহী হলো, নাকি মাতাল হলো খুনীরা? কেউ একটু চোখের জল ফেলল না আজ স্বাধীনতার পর ২৩ বছর চলে গেল। মূর্খ বাঙালী কি পেয়েছে? আজ এর খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, গৃহ নেই। কুশ্রী, কদর্য, সন্ত্রাস, হত্যা, রাহাযানী, জালিয়াতী, হিংসা, দ্বেষ, অধর্ম, ঘুষ, মিথ্যা, সাম্প্রদায়িকতা সর্বত্র অগ্নি শিখার মত ছড়িয়ে পড়েছে। যা আছে উপরের খোলশ। টান মেরে কেউ যদি এ বাক্য বাগীশ সমাজটার অঙ্গের কাপড় খুলে ফেলে দেখা যাবে ওর সারা গায়ে দাঁত, পাহোর, চুলকানি, খুজলিপাচরার মত অসংখ্য চর্ম রোগ। সেই ঘা থেকে ঝরছে পুঁজ, রক্ত। দুর্গন্ধে ঘিন ঘিন করছে। মাছি পড়ছে। কষ ঝরছে। এমনি একটি চমৎকার দৃশ্য বেরিয়ে পড়বে এ জাতির গায়ের বসন খুলে ফেললে আজ। তিন বছর আমরা অপেক্ষা করতে পারিনি। সেখানে আমরা ২৩ বছরে পেয়েছি এক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, হীন, মিথ্যাবাদী ভিক্ষুক পরিচয়। জন্ম দিয়েছি নগরে নগরে, গ্রামে-গঞ্জে সন্ত্রাসীর মত উগ্র বিভ্রান্ত যুব সম্প্রদায়। অথচ এই নিয়ে আমরা নাকি একটি সমাজে বাস করছি? এ নাকি একটি সমাজ? মনুষ্য সমাজ নাকি তার নাম? অথচ এদেশে নাকি একটি গণতান্ত্রিক সরকার বর্তমান? বুকে হাত দিয়ে বলুক যে এই কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত জাতির জন্য তারা দায়ী নয়? আজ এখানে সকলের বিবেক রুদ্ধ। ভয়ে, বেদনায়, স্বার্থে যে যার মনের আকাশ অবরুদ্ধ করে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের কোণে অন্ধকারে ঝিমায়। সৎ, সাহসী, বলিষ্ঠ মানুষেরা কোণঠাসা হয়ে কোনভাবে বেঁচে আছে। পথের মাঝে উলঙ্গ করে গুদের জান নিয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা মত কাপুলার কচা দিয়ে পিটিয়ে ওদের বাকরুদ্ধ করে দিচ্ছে। একটি গুলি বা ১টি ধারালো চাকুর ঘায়ে এ ফোড় ও ফোড় করে দিচ্ছে বুক। তবুও নির্বাক, নিস্তরঙ্গ মানুষেরা। প্রতিবাদে উচ্চারিত হয় না মানুষের জোয়ার? কারো যেন কিছু হয় না। যে হারিয়ে যায় সে চিরতরের জন্য হারিয়ে যায়। পিছনে হয়ত কাঁদতে কাঁদতে বুক ভাসায় একজন জয়ন্তদের কিশোর সন্তান। আর্ত চিৎকারে বুক ফাটিয়ে দেয় ছুরিবিদ্ধ কোন অতুল চন্দর বড় বোন। আমি এদের দু'জনের কাউকেই চিনি না। কোনদিন এদের নামও শুনিনি হয়ত। এঁরা হিন্দু না মুসলিম তাও জানি না। শুধু জানি যে, তারা এ বাংলারই প্রিয় আকাশ বাতাসে প্রতিপালিত দুজন সত্যনিষ্ঠ শিক্ষক। যারা প্রশাসনিক ছল চাতুরী জানে না। প্যাঁচ ঘোচ বোঝে না-একনিষ্ঠ শিক্ষক। একটি মাত্র গুলি বা একটি মাত্র ছুরির আঘাতে পা হারালো জয়ন্ত কুমার। একজন কলেজ অধ্যাপক সুনামগঞ্জের প্রিয় ছেলেদের নকল ধরেছিল। পরীক্ষার নকল। আর তাতেই তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তারই ছাত্রের হাতে নির্মম, নিষ্ঠুর, বর্বর আঘাতে, নেকড়ের ছোবলে প্রাণহীন নিষ্পন্দ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে জয়ন্ত কুমারের। কি কলঙ্ক এ জীবনের! কি কলঙ্ক বাংলার ছাত্র সমাজের! যে ছাত্র সমাজ বাংলার গৌরব তার সেই সোনার টুকরো ছাত্র সমাজের হাতে শিক্ষক প্রাণ হারায়, সহপাঠী গুলিবিদ্ধ হয়, বোনের ইজ্জত যায়, প্রতিবেশী সংখ্যালঘুর বাড়ি লুট হয়! এ খবর শুনে সেদিন আঁতকে উঠেছিলাম "মেরে ফেলেছে?"- এই এক নির্বেদ, নির্মোক, মূর্খ উচ্চারণে বসে পড়ে ছিলাম।

> আমরা ২৩ বছরে পেয়েছি এক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, হীন, মিথ্যাবাদী ভিক্ষুক পরিচয়। জন্ম দিয়েছি নগরে নগরে, গ্রামে-গঞ্জে সন্ত্রাসীর মত উগ্র বিভ্রান্ত যুব সম্প্রদায়। অথচ এই নিয়ে আমরা নাকি একটি সমাজে বাস করছি? এ নাকি একটি সমাজ? মনুষ্য সমাজ নাকি তার নাম? অথচ এদেশে নাকি একটি গণতান্ত্রিক সরকার বর্তমান? বুকে হাত দিয়ে বলুক যে এই কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত জাতির জন্য তারা দায়ী নয়? আজ এখানে সকলের বিবেক রুদ্ধ। ভয়ে, বেদনায়, স্বার্থে যে যার মনের আকাশ অবরুদ্ধ করে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের কোণে অন্ধকারে ঝিমায়। সৎ, সাহসী, বলিষ্ঠ মানুষেরা কোণঠাসা হয়ে কোনভাবে বেঁচে আছে।

তারপর এইতো সেদিন। গত ১৫ জানুয়ারী ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের কোন এক অতুল চন্দ নামের অধ্যাপক মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে। নকল করার দায়ে দু'টি ছেলেকে বহিষ্কার করেছিল। নির্ভীক। একাই ঘরে ফিরছিল। পথ আগলে ধরে ছাত্ররা। বহিষ্কৃত ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক নিয়োজিত আরেক গুন্ডার দল।

প্রথমে বৎসা। হুমকি। তারপর কাপুলার ডাল দিয়ে বেদড়ম প্রহার। তাতেও যখন পশুর পিপাসা মেটে না তখন ছুরির আঘাত। দৈবাৎ প্রাণে বেঁচে যায়। আহত, গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন একজন শিক্ষক

শিক্ষক আমরা অনেকেই নই। যে সুরুচী, নিষ্ঠা, সততা, ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি যে উন্নতশির থাকলে কেউ শিক্ষক হতে পারেন তা আমি নই। কেউ কেউ হয়ত আছেন। এইতো আমার সম্মুখে দলবাজ, চালবাজ, ধূর্ত, অর্থ কারচুপী, ধাপ্পাবাজ, বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধে বদনাম ছড়িয়ে সুন্দর পোশাকে কত শিক্ষক মুখে সুনীতির খই। আর আমারই হৃদয়ে অংকিত আমার শান্তি নিকেতনী শিক্ষক মন্ডলীর মাধুর্য। যে শিক্ষক মিথ্যাবাদী, চোর, জোচ্চর বৈশিষ্ট্য পরিচিত আমি তার কথা বলছি না। কিন্তু প্রকৃতই যিনি সৎ ও নীতি নিষ্ঠ তিনি যদি ছাত্রের অপরাধে তাকে শাস্তি দেন তবে কেন একজন ছাত্রের হাতে একজন শিক্ষক প্রাণ হারাবেন? লাঞ্ছিত হবেন? অপমানিত হবেন? আমি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে প্রায় বিকেলে এ সংবাদ, আর্তচিৎকার করে উঠলাম। লালমোতি বলছিলেন, যে সংবাদ তাতে হয়ত বেঁচে নেই। একটু স্বাভাবিক হয়ে দৌড়ে যাই কলেজে। অধ্যক্ষও তাই বললেন। তারপর, এখন তিনি বেঁচে আছেন।

কিন্তু তারপর? আমরা আরুনীর কথা জানি। আমরা এ কাব্যের গুরুদক্ষিণার কথা জানি। সে সব মিছ্য। কোনদিন, কোন অন্ধযুগের, কোন কল্প কাহিনীর হয়ত হবে।তবু সে সব মিথ্যে হলেও, যা আমাদের সুন্দর ও হৃদয়বান করতে সাহায্যে করে তা মিথ্যে হলেও দোষ কি? আজ আমাদের কিছু নেই। নেই ভালোবাসা, নেই বিচার। শিক্ষক কিন্তু সমাজের একজন বড় বিচারক। যদিও তার হাত শূন্য। আজ একটি ব্যভিচারী সমাজে শিক্ষকবৃন্দের জীবন অনিশ্চিত। তার মধ্যে চলছে সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক বোধ "হিন্দু শিক্ষক নকল ধরবে, দে শালারে।" এরকম এক কদর্য, নোংরা, হাওয়ায় পাশব সমাজে নিশ্বাস নিচ্ছি, খাচ্ছি, দাচ্ছি। আর এক গভীর যন্ত্রণায় বড় হচ্ছে আমার সৌম্য, শুভ্র ও পরবর্তী প্রজন্ম। ওরা বাঙালী নয়, বাংলাদেশী, বাংলাদেশী নয় হিন্দু। কারণ আঘাতগুলো আজ ও-ই বেশী পাচ্ছে। কারণ আমি জানি, একজন জয়ন্ত বাবুকে, একজন অতুল চন্দকেও তার বহু শিক্ষক, বন্ধুদের ও ছাত্রদের কাছ থেকে কি শুনতে হয়েছে। জানি, দুর্বৃত্তরা সৎ-সাহসী কোন শিক্ষককেই রেহাই দেবে না। কারণ ওরা যে পাকিস্তানের আর গোলাম আযমের প্রেতাত্মা। যারা মেরেছে মুনীর চৌধুরীকে, গোবিন্দ দেবকে আমরা এ জঙ্গী জীবনের অবসান চাই। এখুনি এক্ষণই।

দুলাল সরকার: কবি, প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক, কলেজ শিক্ষক।